এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে যথাযথরূপে উদিত হন, তিনিই বিশ্বাস, তিনিই শ্রীগুরু এবং তিনিই শ্রীহরি। "তস্মাৎগুরুং প্রপদ্যেত"—এই শ্লোকটি ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—

শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে তাৎপর্য্যবিচারেণ পরে ব্রহ্মাণি ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং পুরঞ্জনোপাখ্যানাত্যুপসংহারে শ্রীনারদেন—স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যে বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥ ইতি।১১।৩॥ শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্॥ ২০২॥

অত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিশেষঃ—বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃৎ ন সংস্পৃশেৎ॥ উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ। অপরীক্ষোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ॥ কিঞ্চ কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্॥ ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সারসাগরম্॥ সরসত্বাদিকং ব্যঞ্জিতং তত্রৈবান্যত্র—কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুরিতি। এবম্ভূতগুরোরভাবাৎ যুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ। যথা—ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্। ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ২০৩। স্পষ্টম্। ১১।৯। শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্॥ ২০৪॥

তত্র রুচিপ্রধানানাং শ্রবণাদিকম্—তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃন্বতঃপ্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারম্। বিচার প্রধানানাং শ্রবণং যথা চতুঃশ্লোক্যাদীনাম্। মননং যথা, ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেনেত্যাদৌ। অথ তজ্জাতা শ্রীভগবতি শ্রদ্ধা যথা—অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হত্তমাঃ। ইহামুত্র চ—লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্য ক্বচিদ্ভুবঃ॥ মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ। প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥ ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ। প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥ দৌহিত্র্যাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্মবিমোহিতান্। বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্মহেতুনা॥ ২০৫॥

এই বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বিশেষ উল্লেখ আছে—"বক্তা সরাগ ও নীরাগ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে লোলুপ, কামী বক্তা সরাগ। তার উপদিষ্ট বিষয় শ্রোতৃগণের হৃদয়স্পর্শী হয় না। যেমন—কেবল উপদেশই করে কিন্তু শিষ্য তাহার উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিতে অধিকারী কি না, তাহা পরীক্ষা করে না। পরীক্ষা না করিয়া যে উপদেশ করা যায়, তাহাতে লোকনাশই ঘটিয়া থাকে। অনন্তর নীরাগ বক্তার কথা বলিতেছেন—নীরাগ বক্তা সরস ও সারগ্রাহী হইবেন। সেই নীরাগ বক্তার কুল, শীল, আচার, বিচার না করিয়া শ্রবণার্থী হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে। সেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই আরও উল্লেখ হইয়াছে যে—যে বক্তার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কাম-ক্রোধাদিযুক্ত কৃপণ ও বিপন্ন ব্যক্তিও হৃদয়ে উল্লাস লাভ করে, সেই বক্তাই শ্রেষ্ঠ গুরু হইবার উপযুক্ত। এতাদৃষ লক্ষণযুক্ত সদ্গুরুর